মুজিবনগরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার রোধে আলোচনা সভা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে মেহেরপুরের মুজিবনগরে এক গুরুত্বপূর্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৭ জুলাই (সোমবার) বেলা ১১:০০ টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা। এতে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথ্য আদান-প্রদানের বড় মাধ্যম হলেও, কিছু অসাধু মহল এর অপব্যবহার করে সমাজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কোনো তথ্য যাচাই-বাছাই না করে শেয়ার করা বা গুজব ছড়ানো অপরাধের সামিল।”

তিনি আরও বলেন, “সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্তিকর তথ্যে কান না দেয়, সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে যেতে হবে।”

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তেমনি একটি চক্র সেখানে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে সমাজে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই ধরনের অপপ্রচার রোধ করতে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সুশীল সমাজকে সচেতন থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
সভায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে

দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উত্তম কুমার দাশ,মেহেরপুর জেলা বিএনপি র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ,জামায়াত ইসলামের মুজিবনগর উপজেলা আমির খাঁনজাহান আলী, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা:হারিছুল আবিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হলো এমন একটি নিরাপদ বেড়াজাল যার মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আইনগত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর সহাবস্থান এবং সম্প্রীতির একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করে।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগের ফলে মানুষের মধ্যে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা, মনুষ্যসৃষ্ট বৈষম্যগত দারিদ্র্যমোচন, বিভিন্ন আইনি সহায়তা এবং অসুস্থতা, বেকারত্ব, শিল্পদুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের সামাজিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও এর প্রেক্ষাপট অতি পুরোনো। সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য কার্যক্রম হলেও প্রাচীনকালেও এর প্রচলন ছিল। বর্তমানের মতো এ কর্মসূচি সুসংগঠিত না হলেও দানশীলতা, মানবতাবোধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে এরকম কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ দেখা যেত। প্রাচীন মিসর, গ্রিস, রোম, চীন, ভারতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই কর্মসূচির একটি উদাহরণ হলো বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)।

এর লক্ষ্য হলো, অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে সহায়তা প্রদান করে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা; আয়-রোজগার কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে

গেলে বা জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান; সমাজের সকল স্তরের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সামগ্রিক মানব উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে যে সকল কর্মসূচি আছে তার মধ্যে বয়স্ক ভাতা: বয়স্ক নাগরিকদের নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান; বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা: অসহায় নারী সদস্যদের আর্থিক সহায়তা; প্রতিবন্ধী ভাতা ও উপবৃত্তি: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা; মুক্তিযোদ্ধা ভাতা: মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও আর্থিক সহায়তা প্রদান; ভিজিডি (VGD) ও ভিজিএফ (VGF): খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য।

অনুন্নত, স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না। দুর্নীতির কারণে সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়। ফলে ধনী-গরিবের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, গরিব ক্রমান্বয়ে গরিব হয় আর বিশেষ শ্রেণি ফুলে-ফেঁপে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হওয়ার দিকে যায়। তাছাড়া সমাজের অসহায় শ্রেণি তথা পঙ্গু, অনাথ, বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এই অসহায় শ্রেণির জন্যই প্রধানত রাষ্ট্র নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারও অসহায়-পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

সরকারের কাবিখা, কাবিটার মত কর্মসূচিগুলো প্রান্তিক পর্যায়ে অভাবী মানুষের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকরভাবে কাজ করছে। অতীব জরুরি বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতাও প্রদান করছে সরকার। সরকার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে এর পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষাখাতে ব্যয় বাবদ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আড়াই শতাংশ ও জাতীয় বাজেটের ১৭ শতাংশ হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে পেনশন ও ভর্তুকি কর্মসূচিগুলো যখন বাদ দেওয়া হয়, তখন বরাদ্দটি জিডিপির মাত্র এক দশমিক দুই শতাংশ ও বাজেটের সাত শতাংশে নেমে আসে।

বর্তমানে ২৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪০টি কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থবছরে

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রায় ১০ লাখ উপকারভোগী। কয়েকটি কর্মসূচিতে ভাতা বাড়ানো হয়েছে ৫০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের বাড়তি ব্যয় হবে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের চারটি ও খাদ্য অধিদপ্তরের একটি কর্মসূচিতে অন্তত ১০ লাখ উপকারভোগী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সূত্রটি জানায়, গত অর্থবছরের প্রতি মাসে ৬০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা পেতেন ৬০ লাখ উপকারভোগী। বর্তমান অর্থবছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৬১ লাখ করা হয়েছে। প্রতিমাসে জনপ্রতি ভাতার পরিমাণ করা হয়েছে ৬৫০ টাকা। এ ছাড়া বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭ লাখ ৭৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৯ লাখে উন্নীত করা হচ্ছে। মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ ৫৫০ থেকে ৬৫০ টাকা করা হয়েছে।

গত বাজেটে ৮৫০ টাকা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পেতেন ৩২ লাখ ৩৪ হাজার উপকারভোগী। নতুন বাজেটে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার করার পাশাপাশি ভাতা করা হয়েছে ৯০০ টাকা। মা ও শিশু উপকার কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ লাখ ৫৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৭ লাখ ৭১ হাজার করা হয়েছে । এক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ ৮০০ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮৫০ টাকা। এছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ লাখ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া হিজড়া, বেদে, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের ভাতা ক্ষেত্রবিশেষে ১৫০ টাকা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জীবনযাপনের ব্যয় বিবেচনা করে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বস্তি দিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবছর বাজেট বক্তৃতায় এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, “নতুন বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সমতাভিত্তিক ও কল্যাণধর্মী। সার্বিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে। তবে সম্পদ সীমিত হওয়ায় ভাতার পরিমাণ কতটুকু বাড়ানো যায়, সেটা বিবেচনা করা হবে।”

এছাড়াও, বেদে সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী বেড়েছে চলতি অর্থবছরে। গতবছর ৪ হাজার ৩৯৮ জন বেদে সন্তান শিক্ষা উপবৃত্তি পেতো। চলতি অর্থবছরে এ সুবিধা পাচ্ছে ৪ হাজার ৮৩৮ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ২৮

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডিজাইন করা জরুরি। এছাড়া জলবায়ু- ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষ্যবস্তু সুরক্ষা বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো অব্যাহত থাকলে আয়-বৈষম্য কিছুটা হলেও লাঘব হবে। দেশ আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

মানসিক নির্যাতন; একটি সামাজিক সঙ্কট

জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপের নাম বিয়ে। বিয়ে হল দুটি জীবনের চির বন্ধন। বিয়ে দুটি আত্মার একসাথে চলার প্রতিশ্রুতি। বিয়ে ভালোবাসার এমন এক অনুভূতি, যা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলে। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জন্ম নেয় শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও একে অপরের প্রতি গভীর যত্ন। পথ চলার স্থায়ী সঙ্গী হিসেবে পাশাপাশি থাকেন স্বামী-স্ত্রী। বিয়ে মানে কিন্তু কেবল একসঙ্গে থেকে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া নয়। এর অর্থ এবং প্রভাব আরও বেশি। এমনকি বার্ধক্যে একসাথে চলার প্রতিশ্রুতির নাম বিয়ে।

মানসিক নির্যাতন সচরাচর একদিনে শুরু হয় না। এটি সম্পর্কের ভেতরে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় — যখন ভালোবাসা বদলে যায় নিয়ন্ত্রণে, বোঝাপড়া বদলে যায় নির্দেশে। উচ্চস্বরে গালাগাল করা, মিথ্যা বলা, চারিত্রিক অপবাদ দেওয়া, খারাপ ব্যবহার করে পরমুহূর্তে তা অস্বীকার করা — এসবই মানসিক নির্যাতনের অংশ।

এমনকি অনেক সময় নির্যাতনকারী বলেন, “আমি রাগ করার মতো কিছু বলিনি, কী এমন বলেছি? খারাপ কী বললাম?” — এই কথাগুলোর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে মানসিক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র।তুমি এখানে যেতে পারবে না, “তুমি ঘরের বাইরে কাজ করতে পারবে না,তুমি শুধুই সংসার সামলাবে।বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও মানসিক নির্যাতন।”তুমি এটা কেন করছ?”, “তুমি এমন পোশাক পরো

না”, “তুমি কিছুই ঠিকমতো পারো না”, “তোমার কাজের কোনো দাম নেই, তুমি কেবল বোঝা” — এসব কথায় ধীরে ধীরে ভেঙে যায় একজন মানুষের আত্মবিশ্বাস।শুধু তাই নয়, যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া বা বাধ্য করাও এক ধরনের মানসিক নির্যাতন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলা, উপেক্ষা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, স্পষ্ট করে দোষ না বলা, স্ত্রীর বাবার বাড়ির লোকজন নিয়ে খোঁটা দেওয়া, অপমানসূচক কথা বলা কিংবা গালিগালাজ — সবই মানসিক নির্যাতনের প্রতিফলন।

স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা বা সন্তান নিতে বাধ্য করা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন দুই-ই। এমনকি পুত্র সন্তানের জন্য বারবার গর্ভধারণে বাধ্য করা কিংবা গর্ভস্থ কন্যা সন্তানকে গর্ভপাত করানো — এসবও মানসিক নির্যাতনের গভীর ছাপ ফেলে।

ছোট ছোট কথাগুলো হয়তো প্রথমে তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে এগুলো রূপ নেয় মানসিক বন্দিত্বে।একজন সঙ্গী অপরজনকে ক্রমাগত ছোট করতে করতে নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, আর অপরজন নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এই ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া অসম ভারসাম্যই সম্পর্কের সবচেয়ে বড় বিষ।

নির্যাতিতা মনে করেন এর চেয়ে গায়ে হাত তুলে মারাও অনেক ভালো। এভাবে সবসময় মানসিক নির্যাতনের চেয়ে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করা যায়।

মানসিক নির্যাতন যা শারীরিক আঘাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ এর ক্ষত দৃশ্যমান নয়, বরং ধীরে ধীরে ভেতরের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, দীর্ঘদিন মানসিক নির্যাতনের মধ্যে থাকলে মানুষ ডিপ্রেশন, উদ্বেগ, অনিদ্রা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ও আত্মহননের চিন্তায় ভোগে। সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হএই কষ্টের কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন থাকে না। বাইরে থেকে সব কিছুই “স্বাভাবিক” মনে হয়, অথচ ভেতরে মানুষটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে।

আমাদের সমাজে ‘নির্যাতন’ শব্দটি উচ্চারিত হলেই প্রথমে নারীর কথাই সামনে আসে। বাস্তবতা হলো — নারীরাই বেশি ভুক্তভোগী, কিন্তু পুরুষরাও এর বাইরে নন। অনেক পুরুষ প্রতিদিন স্ত্রী বা পরিবারের কাছ থেকে তির্যক ব্যঙ্গ, অপমান কিংবা তুলনার মুখোমুখি হন। কিন্তু সমাজ তাদের কষ্টকে গুরুত্ব দেয় না, কারণ পুরুষের যন্ত্রণা নাকি “পুরুষোচিত” নয়! তাই তারা চুপ করে যান। এই নীরবতাই ধীরে

ধীরে সম্পর্কের মধ্যে বিষ ছড়ায়।

আসলে, মানসিক নির্যাতন লিঙ্গভিত্তিক নয়, এটি ক্ষমতার অপব্যবহার। যে সম্পর্কের ভেতরে একজন সব সময় ‘নিয়ন্ত্রণকারী’ হয়ে ওঠে, সেখানে অন্যজন ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

একটা ধারণা প্রচলিত — “সংসার মানেই সহ্য করা। এই ধারণাই নির্যাতনকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। একজন নারী যদি বলে “আমার স্বামী আমাকে অপমান করে”, সমাজ বলে — “সব পুরুষই তো এমন”। একজন পুরুষ যদি বলে “স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়”, সমাজ বলে — “তুমি নিশ্চয়ই দুর্বল”। এই চিরাচরিত মানসিকতার কারণেই অনেক দাম্পত্য সম্পর্ক ধীরে ধীরে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে।

সমাজ ভাবে — যতক্ষণ না কেউ মারা যাচ্ছে, ততক্ষণ সবই সহনীয়। কিন্তু সত্য হলো, মানসিক নির্যাতন ধীরে ধীরে আত্মাকে হত্যা করে।

প্রথমত, সম্পর্কের মধ্যে যোগাযোগের অভাব মানসিক নির্যাতনের সবচেয়ে বড় কারণ। দুজন মানুষ একে অপরের সঙ্গে খোলামেলা কথা না বললে, ভুল বোঝাবুঝি, অহংকার ও অপমান জায়গা নেয় ভালোবাসার স্থানে।

মানসিক নির্যাতন কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয় — এটি একটি সামাজিক সংকট, যা নীরবে অসংখ্য সম্পর্ক ধ্বংস করছে। যে সম্পর্কের ভেতরে সম্মান থাকে, সেখানে নির্যাতন টিকতে পারে না। সময় এসেছে আমরা সবাই নিজের ভেতরের দেয়ালটা ভাঙ্গি। ভালোবাসার আসল শক্তি নীরবতা নয়, বোঝাপড়ায়। আর সম্পর্কের সত্যিকারের সৌন্দর্য মুক্তিতে, নিয়ন্ত্রণে নয়।
লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে

আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কামাল উদ্দিন।

তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন গতকাল রবিবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে কামাল উদ্দিন বলেন, তিনি বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে আসছেন, যার ফলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় জামায়াতপন্থি একটি চক্র তাঁর জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ওই চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রচার করছে।

কামাল উদ্দিন বলেন, এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইতোমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি সহকর্মী ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির হার ৪৫.৫৭%, যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে বেশ সন্তোষজনক।

২০২৫ সালে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩% ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষাতে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর ২৯.৫৩% নারী ছিল, যা ২০২২ সালে ছিল ২৭.১২%। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে বাড়ছে, তবে নারী শিক্ষার প্রসার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি ছিল ২৪.৬৫%, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে। এটি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

এছাড়া দেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০-৭৫%। শুধু শিক্ষাই নারীর একমাত্র অধিকার নয়। নারীর পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভ করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের অগ্রযাত্রাকে সুষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬৫০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা মাসিক ৬৫০ টাকা এবং দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন, সে জন্য ‘ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর)’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নারীদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এতে করে নারীর আর্থিক সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলাদেশে নরীরা বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজারে প্রবেশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে প্রকৃত সমতা অর্জনের জন্য এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্যসহ নানারকম সমস্যা। বাংলাদেশে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সাংবিধানিক মর্যাদার পাশাপাশি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে। এই আইনগুলো নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। এগুলো মূলত সংবিধানের সমতা ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

পারিবারিক অধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে নারীর বিবাহ, ভরণ-পোষণ, তালাক, দেনমোহর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ ইত্যাদি বন্ধ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০৩, ২০২০, ২০২৫ সালে সংশোধিত)। এই আইনের ২০২৫ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ধর্ষণের মামলা তদন্তের সময় ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ১৫ দিন এবং মামলার বিচার কাজ শেষ হওয়ার সময় ১৮০ দিন থেকে কমিয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। ফলে নারী নিপীরণের মামলার রায় প্রদান ত্বরান্বিত হবে পাশাপাশি এধরনের অপরাধও কমে আসবে। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশেষ পরিস্থিতি বাদে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করলে শাস্তির বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২; সমান মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি (৬ মাস),কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), স্বামী বা পারিবারিক সদস্য কর্তৃক সহিংসতার শিকার নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১; মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ ইত্যাদি।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন দমন করতে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের সুরক্ষাজনিত সেবা আরও সহজীকরণ করা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কলসেবা নম্বর ১০৯ সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা যেতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক

সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইসিটি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি নীতি ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার, সুশীল সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যদি যৌথভাবে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সমতা, সচেতনতা আর প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যহীন নারীবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্থ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিষয় নয় বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি ও মানবিক বিকাশের সূচক। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা যেমন জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে তারা পায় বাঁচার নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা। তাই নারী যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকলের। নারী যখন নিরাপদ ও শিক্ষিত, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত হয়।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

ঝিনাইদহে সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ ও আলোচনা সভা

ঝিনাইদহ পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের ষাটবাড়িয়া গ্রামে সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর সামাজিক দ্বন্দকে কেন্দ্র করে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দু’পক্ষের বহু পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ঝিনাইদহ সদর থানায় শতাধিক মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

সংঘর্ষের এই রেশ কাটাতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি

অ্যাডভোকেট এম এ মজিদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ। গতকাল সকাল ১০টায় ষাটবাড়িয়া ঋষিপাড়ার মন্দিরে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা সামনের দিনে মিলেমিশে বসবাসের শপথ নেন। বিশেষ করে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সকলকে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার অঙ্গীকার করানো হয়। এসময় অতীতে মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িতদের সতর্ক করা হয়। ভবিষ্যতে কেউ মাদক বিক্রি বা সেবনে জড়িত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

এছাড়া এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ১০ জন মাতুব্বর ও ১০ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে ২০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় কোনো সমস্যা হলে প্রথমে এ কমিটি সালিশি করবে। যদি সমাধান না হয় তবে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুনের সহযোগিতা নেওয়া হবে।

এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঝিনাইদহ সার্কেল মাহফুজ হোসেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন।

আমঝুপিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২১ জুন) সকাল ১০টায় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে সামাজিক নিরীক্ষা বিষয়ক কমিটির সঙ্গে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)।

এতে সহযোগিতা করে গণসাক্ষরতা অভিযান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোছাঃ নাসিমা খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা। তিনি বিগত এক বছরের সার্বিক কার্যক্রম, অগ্রগতি, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয় এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের দিকগুলো গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করেন।

ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও সমাজসেবক আব্দুর রকিব, মো. আক্তার হোসেন এবং প্রধান শিক্ষক মো. কিতাব আলী আলোচনা পর্বে অংশ নিয়ে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, টয়লেট ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, পাঠদানের আধুনিকায়ন এবং অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোছাঃ নাসিমা খাতুন বলেন, “শিক্ষা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।”

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে আগামী দিনের করণীয় নির্ধারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা তৈরি করা হয়।

গাংনীতে সামাজিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষার্থীদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

মেহেরপুরের গাংনীতে অরাজনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সামাজিক সংগঠণ ‘প্রস্ফুটন’ এর উদ্যোগে সামাজিক অবক্ষয় রোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও

নেতৃত্ব বিকাশে শিক্ষার্থীদের করনীয় শীর্ষক কর্মশালা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্র্রাক্তন শিক্ষক মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহর সভাপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল হাসান পলাশ, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, প্রষ্ফুটনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ সালমান সাইফ, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রস্ফুটন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্কুল প্রোগ্রামের আহবায়ক সদস্য সাহান উল্লাহ, মাকসুদুল আজম বাঁধন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রস্ফুটন সদস্য মো: মিফতাহুল ইসলাম।

অতিথিরা কুইজ অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে দুটি করে গাছ রোপনের জন্য তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ৩০০টির মতো গাছ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, তীব্র তাপ প্রবাহের কারে প্রস্ফুটন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্কুল কর্মশালা শুরু করেছে । এ বছর প্রস্ফুটন প্রায় ৫০০০ এর অধিক গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে বিতরণ করা হবে।
‘প্রস্ফুটন’ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত একটি অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সংঘ। ‘শিক্ষা ও ঐক্যে আনি মুক্তি’ এই স্লোগানে ২০১৩ সাল থেকে কল্যাণমূলক এই সংঘটি সফলতা ও সুনামের সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

[redacted]

[redacted]